তারিখ 20 SEP 1990
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

172 দৈনিক বাংলা 5

ক্যাম্পাসে এখনো উত্তেজনা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি এখনো অস্বাভাবিক। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা এখনো প্রশমিত হয়নি।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সূত্রে জানা

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে এখনো

(প্রথম পৃঃ পর)

গেছে, সংগঠনের দু'গ্রুপের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ অবসানের জন্য এখনো কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা গত মঙ্গলবার ছাত্রদলের দু'গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাদা ভাবে আলোচনা করেন এবং দু'গ্রুপকেই সংঘর্ষ বন্ধের জন্য সমঝোতায় আসার আহ্বান জানান। তবে সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি বলে জানা গেছে।

ছাত্রদলের বিবদমান গ্রুপ দু'টি বর্তমানে আলাদা আলাদা হলে অবস্থান নিয়েছে। মুহসীন হল ও সূর্যসেন হলে 'ভক্তি গ্রুপের' সমর্থকরা এবং জসীমউদ্দিন হলে 'ইলিয়াস গ্রুপের' সমর্থকরা অবস্থান করছে। এসব হলের সামনে যদিও সার্বক্ষণিকভাবে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে, তার পরও প্রতিদিন রাতে হলে গুলীবর্ষণ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটছে। সাধারণ ছাত্ররা অভিযোগ করেছে যে পুলিশের সামনে দিয়েই এই তিনটি হলে অস্ত্রধারী বহিরাগতরা আসা-যাওয়া করছে এবং হলে অবস্থান করছে।

ছাত্রলীগ (না—শ) এর বিক্ষোভ সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লাগাতার সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজি ও গোলাগুলির সঙ্গে জড়িত চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেফতারের দাবীতে ছাত্রলীগ (না-শ) গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রনেতা রোকনুজ্জামান এবং মোরশেদুল আলম।

বক্তারা অভিযোগ করেন যে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ডাকসু অস্ত্রধারীদের হাতে জিম্মিতে পরিণত হয়েছে।

সমাবেশ শেষে ছাত্রলীগের মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার পর রোকেয়া হলের সামনে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের মৃদু সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সময় দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ আহত হয়নি।

বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জহিরুদ্দিন স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক নুর আহমদ বকুল এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছেন।